PRINT

সমকাল

# উপাচার্যদের ইমেজ সংকট

শিক্ষা

১০ ঘণ্টা আগে

**ড. নিয়াজ আহম্মেদ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ সম্মান ও দায়িত্বের। শিক্ষকদের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের ভালো পড়াশোনার পুরোটাই নির্ভর করে একজন সৎ, নিবেদিতপ্রাণ, এক কথায়- ভালো উপাচার্যের ওপর। এ পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের গুণাবলিতে অসম্ভব মাত্রায় পারদর্শী হওয়া চাই। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর উপাচার্যদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচন করা হয় না। যদি হতো তাহলে এর কোনো ভালো ফল পাওয়া যেত। বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।  ধরেই নেওয়া হয়, উপাচার্য দক্ষতা ও সততার সঙ্গে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। তার বিরুদ্ধে অন্যায়, অনিয়ম, অনৈতিক আচরণ, নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হবে না এবং তিনি এমন কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করবেন না। দায়িত্ব পালনে কঠোর হবেন এবং কোনো বিষয়ে কাউকে ছাড় দেবেন না। কিন্তু বাস্তবে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। স্বয়ং উপাচার্যদের একান্ত নিজস্ব বিষয়ের ওপর যেমন অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে, তেমনি দায়িত্ব পালনে কাউকে কাউকে ছাড় দেওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট ঘটনায়ও কঠিন শাস্তির কবলে পড়ার অভিযোগও ওঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে। কোনো কোনো ইস্যুতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো লক্ষণও আমাদের চোখে পড়ে না। ফলে এই পদের মযার্দাহানি হচ্ছে এবং সাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক দিক ফুটে উঠছে। এর মাধ্যমে কোনো কোনো উপাচার্য ইমেজ সংকটে পড়ছেন। কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি দারুণভাবে নষ্ট হচ্ছে।

আমি নব্বইয়ের দশকের একেবারে প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সেই সময় কম ছিল। উপাচার্যের পদটি আমার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সম্মানের ছিল। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। উপাচার্যরা রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন- এমন অভিযোগ তখনও ছিল এবং এখনও আছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়- এমন অভিযোগ অতীতের মতো বর্তমানেও বিদ্যমান। কিন্তু ঘুষের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ তখনকার সময়ে ছিল না। আরও অনেক পরে তা শুরু হয়েছে। যদিও এমন অভিযোগের

সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু যখন অভিযোগ ওঠে এবং তা মিডিয়াতে প্রকাশ পায় তখন সাধারণ মানুষ তা জেনে যায়। তার কাছে অভিযোগটি সত্য নয়- এমন বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাৎক্ষণিক মানুষের চিন্তা ও মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসে। তৈরি হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কারও তুলনায় ভিন্ন ও উন্নত কোনো আসনে উপাচার্যকে রাখা যায় না। ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান নষ্ট এবং মান নিচের দিকে নেমে যাওয়া। শুধু ঘুষের অভিযোগ নয়; রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগও কারও জন্য সুখকর নয়। কাম্য তো অবশ্যই নয়।

কোনো কোনো উপাচার্যের বিরুদ্ধে নৈতিক অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শৃঙ্খলা, শান্তি, উন্নয়ন ও সবার নিরাপত্তার কাণ্ডারি উপাচার্য। তিনি এক অর্থে সরকারের ভেতর আর এক সরকার। সরকারের ওপর যেমন পুরো দেশের ভালো-মন্দ নির্ভর করে, তেমনি উপাচার্যের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও এর ভাবমূর্তি পুরোটাই নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি রয়েছে। এ নিয়ে মারামারি-হানাহানি প্রতিনিয়ত ঘটে। এগুলো পক্ষপাতহীন ও কঠোরভাবে মোকাবেলা করা দরকার। আবার এখানে যদি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা অসদাচরণ কিংবা যৌন হয়রানির অভিযোগ করে, তাও কঠোরভাবে মোকাবেলা করা দরকার। একইভাবে ছাত্র কর্তৃক ছাত্রীর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে তারও প্রতিকার দ্রুত সময়ের মধ্যে করা চাই। এমন বিষয়ে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে মোকাবেলা করা জরুরি। নইলে পদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার জায়গায় দারুণ ঘাটতি দেখা যাবে। এখানে জিরো টলারেন্সের বিকল্প নেই।

আমাদের কোনো কোনো উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অর্থকরী একাধিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই, তাদের বেলায় এমনটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বড় ও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় এমন হওয়ার কথা নয়। দায়িত্ব শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করলে তাদের দক্ষতা বাড়ে। কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়। শিক্ষকদের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রকাশ ঘটে। নিজেকে প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়। সুযোগ না পেলে নিজেকে জানার ক্ষেত্র অজানাই থেকে যায়। উপাচার্যদের এমন সুযোগ করে দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক উপাচার্যদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, তার সেখানে থেকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের কথা। আমরা কোনো কোনো জায়গায় এমন বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখেছি। এখন জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য উপাচার্যদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন জরুরি। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্রুত প্রসার লাভ করবে না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার একজন উপাচার্য। তার ভালো-মন্দের ওপর প্রতিষ্ঠানটির ভালো-মন্দ নির্ভর করে। তিনি যদি জ্ঞানে পারদর্শী হন তার প্রতিফলন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পড়ে। তার মধ্যে যদি সুন্দর ও দক্ষ নেতৃত্ব থাকে তার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে পরিলক্ষিত হয়। তিনি যদি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হন তার ফল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাই ভোগ করেন। তার রাজনৈতিক পরিচয় এখানে বড় কথা নয়। রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে কিন্তু তার কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুশীলন না হলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। লেখায় উত্থাপিত অভিযোগগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। এর সত্যাসত্য প্রমাণসাপেক্ষ এবং আইনি বিষয়। অভিযোগগুলো দ্রুত খতিয়ে দেখা দরকার। অভিযোগ মিথ্যা হতে পারে; হতে পারে সত্য। অভিযোগ বিষয়ে কাজ করতে পারে তৃতীয় কোনো পক্ষ। কিন্তু অভিযোগ ওঠাও কম কথা নয়। এমন অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্য

পদের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে এবং ভাবমূর্তিতে দারুণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের এ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। উপাচার্যের পদ সম্মানের এবং দায়িত্ব সঠিক ও সুন্দরভাবে পালন করতে না পারার অর্থ এমন পদ অলংকৃত করা থেকে বিরত থাকা।

অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
neazahmed_2002@yahoo.com

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com